COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

অলংকার শাস্ত্রের উদ্ভব

সংস্কৃতসাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলা হয়। সংকীর্ণ অর্থে অলংকার শব্দ অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমারূপকাদি অর্থালঙ্কারকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে অলংকারশব্দ সৌন্দর্যবিধায়ক যে কোনো উপকরণকেই বোঝায়।যথা–অনুপ্রাসরূপকাদি অলংকার, রস, গুন, রীতি প্রভৃতি। তবে এই অলংকারশাস্ত্রের উদ্ভব কবে হয়েছিল, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যেমন লোকমুখে প্রচলিত শব্দের ঐক্য দেখে ব্যাকরণশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি কাব্যের সৌন্দর্য দেখেই অলংকারশাস্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছে। অতএব কাব্যশাস্ত্রের উদ্ভবের অনেক পূর্বেই এর প্রয়োগ নিশ্চয়ই ছিল। উপলব্ধ প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থ বেদকে ধর্মগ্রন্থরূপে প্রধানভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও বেদ যে অত্যুত্তম সাহিত্যের নিদর্শন– এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই আলংকারিক রাজশেখর তার 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অলঙ্কারশাস্ত্রকে সপ্তম বেদাঙ্গ রূপে উল্লেখ করেছেন। বেদের প্রসিদ্ধ অঙ্গ গুলি হল শিক্ষা, কল্প ,ব্যাকরন, ছন্দ, জ্যোতিষ এবং নিরুক্ত।সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন না করলে বেদার্থ উপলব্ধি হয় না,যেমন অঙ্গ ছাড়া মনুষ্য শরীরের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। রাজশেখরের মতে অলঙ্কারশাস্ত্র যেহেতু সপ্তম অঙ্গ সেহেতু এর জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকা অসম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে বেদ সমস্ত বিদ্যার প্রতিপাদক গ্রন্থ। এখানেই সমস্ত বিদ্যার উৎপত্তি ও বিকাশ। অলঙ্কারশাস্ত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ অলংকারশাস্ত্রের বীজও বেদেই নিহিত আছে। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদকে বিশ্ব সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থরূপে উল্লেখ করেছেন। অতএব সাহিত্য তথা অলংকারশাস্ত্রের বীজের অন্বেষণ বেদেই করা হয়ে থাকে।যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদের সঙ্গে সাহিত্যশাস্ত্রের কোনও যোগসূত্র নেই। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে অলংকার শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মন্ত্রটি হল–

"কা তে অস্তি অরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ কদানূনং নে মঘবন্ দাশেস?"(৭/২৯/৩)

অনেকের মতে এখানে প্রযুক্ত 'অরংকৃতি' শব্দের অর্থ অলংকৃতি অর্থাৎ অলংকার। যদিও এই বিষয়ে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বেদকে দেবতাদের অমর কাব্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে–

"দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি"।

এখানেও 'কাব্য' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বেদের নির্মাতা পরমাত্মা তথা ব্রহ্মা অনেক সময় 'কবি' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় বেদে অলংকার, কাব্য, কবি প্রভৃতির উল্লেখ অলংকারশাস্ত্রের বিষয়কে নির্দেশ করে।অতএব বেদ স্বয়ং কাব্য।

বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে কাব্যসৌন্দর্যবিধায়ক গুণালংকারাদির স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে মাধুর্য,ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণের প্রয়োগ রয়েছে। গুন আছে বলেই রীতির প্রয়োগও বেদে পরিলক্ষিত হয়।আর অনুপ্রাসরূপকাদি অলংকারের প্রয়োগ তথা উদাহরণ বেদে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শুধু তাই নয়,একেকটি মন্ত্রে অনেকগুলি অলংকার দৃষ্ট হয়।যেমন–

"উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচং

উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম।

উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে

জায়েব পত্যে উষতী সুবাসাঃ"।।(১০/৭১/৪)

এই মন্ত্রের প্রথম বাক্যের অর্থ হলো কিছু লোক বাণীকে দেখেও তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। অথবা বাণীকে শুনেও শুনতে পায়না। এখানে বিরোধাভাস অলংকার এবং প্রসাদগুণের মনোরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো কিছু লোকের নিকটে বাণী স্বয়ং তার সৌন্দর্য প্রকাশ করে ,যেমন সুবাসা রমণী তার পতির নিকটে সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এখানে উপমা অলংকার প্রয়োগের মাধ্যমে দার্শনিক মূল তত্ত্ব অসাধারনরূপে প্রকাশিত হয়েছে। উপমা অলংকারের আরেকটি উদাহরণ হল–

"এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানোর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাত্"(৫/৮০/৫০)

এর অর্থ ঊষা যেন সদ্যস্নাতা সুবেশা রমণী।অতএব এই বর্ণনা কোনও আলংকারিকের নয় –একথা বলা অসম্ভব।

বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত হলো সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর,জীব এবং প্রকৃতির অনাদি, অনন্ত ও মৌলিক তত্ত্ব। ঈশ্বর প্রকৃতির দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি করেন। আর জীব নিজের কর্মের অনুসারে সুখদুঃখরূপ ফলভোগ করেন। এই জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বেদে রূপক অলংকারের সাহায্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।উদাহরণটি হল–

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-

নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি"।।(১/১৬৪/২০)

এর অর্থ হলো দুই পাখি বন্ধুভাবে একই গাছে বসে আছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি স্বাদু পিপুল ফল খাচ্ছে, অন্যটি শুধু দেখছে-খাচ্ছে না। এই মন্ত্রে ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই তিনটির নাম উল্লেখ না করে রূপক অলংকারের সাহায্যে দুই পাখি ও এক বৃক্ষের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর এবং জীব হল দুটি পক্ষী এবং বৃক্ষ হল দুটির আশ্রয়দাতা প্রকৃতি। দুটি পাখির মধ্যে একটি জীবরূপ পাখি বৃক্ষের ফল খাচ্ছে অর্থাৎ জীবাত্মা নিজের কর্মের দ্বারা সুখ-দুঃখ রূপ ফল ভোগ করছে। অপর পাখি অর্থাৎ পরমাত্মা ফলভোগ না করেই আপন সৌন্দর্য প্রকাশিত করছে। অতএব এই মন্ত্রটি সাহিত্যতত্ত্বের দৃষ্টিতে অতীব সুন্দর উদাহরণ। কাব্যের মনোরম ভাষায় অর্থাৎ রূপক অলংকারের মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্বের মনোজ্ঞ প্রকাশ সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে যে শুধু রূপক অলংকার হয়েছে তা নয় ,আলোচ্য মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধে এক পাখির ফল খেয়ে পুষ্ট হওয়া এবং অন্য পাখির ফল না খেয়েও উজ্জ্বল হওয়ার কথায় ব্যতিরেক অলংকারও হয়েছে।

কঠোপনিষদে আরেকটি বিখ্যাত মন্ত্র পাওয়া যায়, সেখানেও রূপক অলংকারের বিশিষ্ট প্রয়োগ রয়েছে।মন্ত্রটি হল-

"আত্মানং শরীরং বিদ্ধি

শরীরং রথমেব তু।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি

মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।"

এই মন্ত্রে আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ ,বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে রথের রাশি বলা হয়েছে। আত্মা, শরীর, বুদ্ধি ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে এর চাইতে প্রকৃষ্টভাবে অলংকারের প্রয়োগ করা যায় কিনা বলা কঠিন। এছাড়া পুরুরবা-ঊর্বশী সূক্তে স্ত্রীলোকের হৃদয়ের সঙ্গে বৃকের হৃদয়ের তুলনা করা হয়েছে-'ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ান্যেতা"।অতএব বলা যায় যে বেদে অন্বেষণ করলে এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে এবং প্রায় সব অলংকারেরর প্রয়োগও লক্ষিত হবে।

এছাড়াও শুধু বেদ নয়, যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে তার পূর্বাচার্য গার্গ্যের উপমার সংজ্ঞা পাওয়া যায়।নিরুক্তকার বলেছেন-

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

'যদতৎ তত্সদৃশমিতি গার্গ্যঃ।'(নিরুক্ত ৩/১৩/২৪)

এমনকি উপমানের স্বরূপ সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নিরুক্তে উপমানের স্বরূপ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

'তদাসাং কর্ম জ্যায়সা বা গুণেন প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসাং বা প্রখ্যাতং বোপমিমীতে'(৩/১৩/২৬-২৭)।

তবে বৈদিক যুগে কিংবা তৎপরবর্তী উপনিষদাদির রচনাকালেও অলংকারশাস্ত্রের কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিনা, তা আজও জানা যায়নি। তবে অলংকারের তথা কাব্য সৌন্দর্যের ভুরি ভুরি প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। অতএব অলংকারশাস্ত্রের আদি উৎস হল বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য।

Ref.

(A)ধ্বন্যালোক(প্রথম উদ্যোত)।

(B)কাব্যশাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দৌ কি নিরুক্তি।